RAMAKRISHNA MISSION BOYS' HOME

P.O. RAHARA, Kolkata-700 118 (WEST BENGAL), INDIA
Phone : [STD-033] 2568-2850 & 3219, e-mail : rahara@rkmm.org
Secy.– 2523-6116 & 7666 [d], Mobile : 9903885166
[a Branch Centre of Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah]

একটি বিশেষ নিবেদন

১৯৭৪ সাল। বর্তমান আবেদনকারী তখন ব্রহ্মচারী, বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে উত্তরবঙ্গের কুচবিহার শহরের গ্রামাঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্যে যেতে হয়েছিল। কুচবিহার বাস-স্ট্যান্ড থেকে তাকে দূরে একটি গ্রামে যেতে হবে। সেখানে ব্রহ্মচারী দেখতে পেল বাস-স্ট্যান্ডের এক কোণে কেউ বমি করেছে এবং এক অসহায়া মাতা অতিরুগ্ন একটি শিশুকে কোলে নিয়ে সেই শিশুটির মুখে একটি একটি করে ভাত ধুয়ে খাইয়ে দিচ্ছে।

সেই দৃশ্য আজও তার চোখে জল আনে।

২০০৪ সালে শ্রীশ্রী মায়ের জন্মতিথিতে বালকাশ্রম সংকল্প নিয়েছিল সমাজের যে বিশেষ অংশটি অবহেলিত এবং আজও অবহেলিত সেই নারীদের জন্য (শিশু থেকে বৃদ্ধা) কিছু করার। স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি, "এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়। সেই জন্য রামকৃষ্ণ অবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, নারীভাব সাধন এবং দেবী-গুরু-মাতৃজ্ঞানে নারীর উপাসনা।" রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের তদানিন্তন সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের কাছে আমরা আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলাম। তাঁর আশীর্বাদ এবং এক লক্ষ টাকা দান এইটি দিয়ে আমাদের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। মা এবং মেয়েদের উন্নতির চিন্তা আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছিল। কারণ অর্থ সংগ্রহ ছিল বিরাট সমস্যা। পরবর্তী সময়ে সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ দুই লক্ষ টাকা দান করেন। ঠিক এই সময় একদিন সন্ধ্যায় দুইজন অতি বৃদ্ধা বিধবা রমণী আশ্রমে আসেন। একজন আমাকে ১০ (দশ) পয়সা দেন এবং অপরজন একটি বেলপাতা দেন। আমি দু'হাত পেতে তা গ্রহণ করি। তাঁরা আরও বলেন, 'বাবা, আমরা এত গরীব যে, এর বেশী দেওয়ার ক্ষমতা আর নেই'। এইটি আমাদের শরীর-মন-প্রাণে শান্তি এবং প্রেরণা এনে দেয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানিয়ে আপনার মহৎ হৃদয়ের কাছে এই আবেদনটি রাখলাম।

বাংলার ১৩৫০-এর মন্বন্তর, ইংরাজী ১৯৪৩ মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যায় অনাথ ও পীড়িত ৩৭ জন বালককে নিয়ে বালকাশ্রম ১৯৪৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করে।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান এই কাজে নিবেদিত প্রাণ। ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী বালকদের সম্পূর্ণ বিনা খরচে রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে বড় করা হচ্ছে, যাতে তারা একজন সৎ ও শিক্ষিত নাগরিক হিসাবে সমাজেও কিছু প্রতিদান রাখতে পারে। ৭৯ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই কাজে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ছাত্রদের মাথা পিছু প্রতি মাসে ন্যূনতম খরচ ৩৫০০ টাকা, যার মধ্যে রয়েছে দৈনিক খাবার, বিদ্যুৎ, জামাকাপড়, টিফিন, লেখাপাড়া, খেলাধূলা, চিকিৎসা ইত্যাদি। সরকারি অনুদান পাওয়া যায় মাথা পিছু মাসে মাত্র ১৮০০ টাকা, ফলে ঘাটতি বেড়েই চলেছে। সরকারী বেসরকারী সংস্থার অপ্রতুল অনুদান, অন্যদিকে গ্যাস ও ডিজেলের বার্ষিক খরচ বৃদ্ধি, সংস্থা পরিচালনার আর্থিক ঘাটতি ক্রমশঃ বাড়িয়ে দিচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধ জন্ম শতবর্ষ পালন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে ২০১১ সালে গদাধর প্রকল্প চালু করেন। গরিব, দীনমজুরের ২১৬ জন সন্তানের (সব-ই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের) বিন্যাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সুবিধা, বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, টিফিন ইত্যাদি পাচ্ছিল। কিন্তু ২০১৫ সাল থেকে যে কোনও কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের এই অনুদান বন্ধ হয়। ফলে (১০০ জন ছাত্রী ও ছাত্রের ব্যয়ভার বেলুড় মঠ এবং বাকী ১১৬ জন ছাত্রী এবং ছাত্রের ব্যয়ভার) বালকাশ্রমকেই এই বিপুল খরচ বহন করতে হচ্ছে, যার পরিমাণ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। এছাড়াও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ৬০টি ছেলের জন্য বিদ্যালয় এবং মেয়েদের উন্নতি ও সেবাকার্যেও রয়েছে ভালো রকম খরচ। রয়েছে অন্নপূর্ণা প্রকল্প, যা শারীরিক ভাবে অক্ষম, স্থবির বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য বিনাব্যয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন এবং রাতের টিফিনের ব্যবস্থা করে। অনাথদের মধ্যেও কম মেধাসম্পন্ন ছেলেরা যাতে হাতের কাজ শিখে পরবর্তীকালে জীবন নির্বাহ করতে পারে, তার জন্য তাদের হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তার জন্যেও খরচ ৩ লক্ষ টাকার মতো।

এ অবস্থায় অনাথ, দুঃস্থ, সহায়হীন বালকদের পাশে দাঁড়ানো সকলের উচিত। কারণ সকলের সাহায্য ছাড়া এই পরিকাঠামো এবং প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। টাকার অভাবে এইসব সহায়হীন ছেলেদের পড়াশুনা এবং বেঁচে থাকা ব্যাহত হলে, তা সমাজের কাছেই লজ্জার বিষয়।

বালকাশ্রম অর্থ সংকটে চলছে। বর্তমানে ৩১/০৩/২০২৩ আর্থিক বছরে ঘাটতির পরিমাণ ৫৭,৮৮,৫৬৯ টাকা।

মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আমাদের সকলকেই এমনকি প্রাণীদেরও বিচলিত করে। দুঃখ-দুর্দশায় জীর্ণ ছাত্রী এবং ছাত্র — যারা অসহায়তার শিকার, প্রতিবন্ধী — যারা জন্ম থেকেই ভাগ্য বিড়ম্বিত এবং একান্ত অসহায়া মহিলা ও অসহায় পুরুষ এঁদের জন্য আমরা তিনটি প্রকল্প গ্রহণ করেছি।

'মা সারদা প্রকল্প'

১। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন কোন স্তরে এখন নেমেছে আপনারা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। এইসব অসহায়া ছাত্রী এবং ছাত্রদের আপাতত (পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) বিনা বেতনে পাঠদান এবং বৈকালের টিফিন, বিদ্যালয়ের পোশাক, বই-পত্র, প্রয়োজনে চিকিৎসা — এগুলি দেবার সংকল্প আমরা নিয়েছি। এইসব দরিদ্র ছাত্রী এবং ছাত্রদের মধ্যে মেধা এবং পরিশ্রম করার প্রবণতা দেখা যায় কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং প্রাইভেট টিউশনের বিপুল খরচ এদেরকে বিদ্যালয় বিমুখী করে তোলে। এরা হারিয়ে যায়।

২। প্রতিবন্ধীরা নিজেদের জীবনকে অভিশপ্ত মনে করে কপালে করাঘাত করে। সুযোগ পেলে এরা কিছু

করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁচতে চায়। এরা চোখের জল ফেলে নিজেদেরকে ভাগ্যহত মনে করে। একটু ভাবুন যে, প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মানোটা কি অভিশাপ, এর জন্য ঐ প্রতিবন্ধী ছাত্রী / ছাত্র সে কি দায়ী! সমাজ কিন্তু এখনও মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। আপনি দয়া করে একটু সাহায্য করলে এদেরকে শিক্ষা-শিক্ষণ দিয়ে আমরা চোখের জল মুছিয়ে দিতে চাই।

৩। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। পেটের জ্বালায়, সংসারের জ্বালায় আত্মহত্যা প্রতিদিন হচ্ছে। এইরকম খেতে না পাওয়া (৫৫ জন মহিলা ও ১০ জন পুরুষ) যাঁদের আমরা প্রতিদিন দুপুরে, যা আমাদের সকলের জন্য রান্না হয়, সেই অন্ন তাঁদের মুখে তুলে দিচ্ছি। রাত্রিতে খাবার জন্য পাউরুটি-চিনি বা মুড়ি-চিনি ইত্যাদি দেওয়া হয়। সাধারণভাবে চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিদিন হাত পেতে বাঁচা যায় না। এইসব মহিলাদের জন্য আমরা একটি স্বনির্ভর প্রকল্প (যথা — ডালের বড়ি, গুঁড়ো মশলা, ছাতু ইত্যাদি) তাঁরা তৈরী করবেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ তাদের মধ্যেই বণ্টন করা হবে। কেউ যদি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এক মুঠো খেতে পায় এবং অপরের মুখে এক গ্রাস তুলে দিতে পারে — এতে জীবন স্বার্থক মনে হয়।

ত্রাণ ও সেবাকার্য্য

বালকাশ্রম তার চরম অর্থ সংকটের মধ্যেও ত্রাণ এবং সেবাকার্য্য করে থাকে। যেমন —

(ক) কোভিড ১৯ এর সংক্রমণ; (খ) আম্ফান সাইক্লোন; (গ) যশ সাইক্লোন; (ঘ) বন্যা ও অন্যান্য সেবাকার্য্য। এই ত্রাণকার্য্যে আমরা খরচ করেছি।

২০১৯-২০২০	টাকা	১৩,০১,৩৮৪.০০
২০২০-২০২১	টাকা	৬৮,৩২,৮৮৪.০০
২০২১-২০২২	টাকা	৫০,৬৪,৮৫২.৫০
	মোট টাকা	১,৩১,৯৯,১১০.৫০

(মোট এক কোটি একত্রিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা)।

মানুষ আমাদের জন্য ভাবে — আপনিও ভেবেছেন। কিন্তু আপনি যতটা ভেবেছেন, সচরাচর এরকম কেউ ভাবে না। আপনার এই আন্তরিকতা আপনাকে আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে। আপনার উদার এবং মহৎ হৃদয় সম্পর্কে যত কম বলা যাবে সেটি যথার্থ হবে, কারণ আপনার অন্তরে সদা শ্রীশ্রী ঠাকুর বিদ্যমান। আমরা সকলে বিশেষতঃ ৬০০ অনাথ, দুঃস্থ ও আদিবাসী শিশু আপনার স্নেহ এবং মমতায় আপ্লুত।

বালকাশ্রমের প্রতি আপনার নিঃস্বার্থ দান সর্বোত্তম বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। শুধু তাই নয়, আপনার মত এরকম প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে কিছু দৃঢ় চরিত্রের মানুষ (নারী ও পুরুষ) যদি এগিয়ে আসত তাহলে জগৎ অনুভব করত 'ঈশ্বরের প্রেম ও করুণা প্রভাতের সূর্যোদয়ের মত নিশ্চিত'।

আপনাদের কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই। যদি আপনার পরিচিত শুভানুধ্যায়ী, হৃদয়বান মানুষের কাছে আবেদনটি পৌঁছে দেন, তবে আমাদের অনেক উপকার করা হবে। তাঁরা যদি বালকাশ্রমে এসে কথা বলতে চান আমরা তাঁদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।

আপনাকে বালকাশ্রমে আসতে হবে — বালকাশ্রমের জন্য ভাবতে হবে এবং শ্রীশ্রী মা, শ্রীশ্রী ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাতে হবে। ভক্তের হৃদয়ে ভগবান সদা বিরাজমান। আপনার বা আপনাদের কোন সেবার সুযোগ দিলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করব।

ভাল থাকুন। শ্রীশ্রী ঠাকুর, মা, স্বামীজী আপনাদের শান্তি ও আনন্দ দিন।

সশ্রদ্ধ নমস্কার। ইতি —

ভবদীয়

(স্বামী জয়ানন্দ)
সম্পাদক

Favouring	:	RAMAKRISHNA MISSION BOYS' HOME
Bank A/c.	:	No. 30841280226; Bank Name : STATE BANK OF INDIA
Branch	:	Rahara Station Road; IFS Code : SBIN0012364.

Kindly note that if you send money by NEET, RTGS etc. please send your Address, Phone number through our E-mail rahara@rkmm.org. Also please note that as per Govt. directions, we request you to send us the Xerox Copy of your PAN Card. Please do not hesitate to contact us over phone if you are in need of any information.

Donations to any Unit of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission are exempted from the ambit of Income Tax under Section 80IG(5)(vi) of the Income Tax Act, 1961. Our PAN is AAAAR1077P.